Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 497 - 505
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রত্যক্ষের প্রযোজক বিচার : ন্যায় ও অদ্বৈত মতের তুলনামূলক আলোচনা

সৌরভ মজুমদার
কলেজ শিক্ষক, কাটোয়া কলেজ
কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান
এবং
গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : souravmajumder619@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Prama, Pramânas, Perception, Sense-organs, Consciousness, Prayojaka, Antaḥkaraṇa, Upadhi.

Abstract

In this article, I will try to inquisition about Pratyaksha-Prayojaka through a comparative discussion of Nyaya and Advaita Vedanta based on various core texts. The mystery of pramana in philosophy is as profound as it is significant. Prameya are proved by pramana. Karana of Prama is called Pramana. Although Indian philosophers differ on the number of Pramana, but all philosophical schools accept 'Perception'. The word 'Perception' is mainly used in three different senses. First, the word 'Perception' refers to perceptional state. Secondly, by the word 'Perception' means the special-condition (Karana) of perceptional state. Thirdly, the word 'Perception' refers to Prameya or the object of cognition. The word 'Perception' is therefore used in the sense of Pramana as well as in the sense of Prama. However, it is not possible to discuss the doctrines of Pramana of all school of philosophy in a short scale. Therefore, in this article firstly I will briefly discuss about the nature of perception of the opinion of Nyaya and Advaita. And after that I will try to briefly discuss about Pratyaksha-Prayojaka of the opinion of Nyaya and Advaita. Finally, an attempt will be made to arrive at the conclusion through a comparative discussion of both the doctrines which will add novelty to the essay.

Discussion

ভূমিকা : ন্যায় সূত্রকার মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলেছেন –

"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।"[১]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন, অশাব্দ ও সুনিশ্চিত জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমা লক্ষণের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্যোতকর, বাৎস্যায়ন প্রমুখ আচার্যগণ বলেছেন 'প্রত্যক্ষম'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই পদটি লক্ষ্যকে সূচিত করেছে। অনুমিতি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্য 'ইন্দ্রিয়ার্থ - সন্নিকর্ষোৎপন্নম্' এই পদ, সুখ-দুঃখ, ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'জ্ঞানম্' এই পদ, শাব্দ জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অব্যপদেশ্যম্' পদ, বিপর্যয়াত্মক ভ্রম প্রত্যক্ষকে ব্যাবৃত্ত করার জন্য অব্যভিচারি পদ এবং সংশয়জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারক 'ব্যবসায়াত্মকম্' পদ প্রত্যক্ষ লক্ষণে প্রযুক্ত হয়েছে। তর্ক সংগ্রহকার অন্নমভট্ট মহর্ষির প্রত্যক্ষ লক্ষণ অনুসরণ করে বলেছেন-

"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যম্ জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্।"[২]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি ছয়টি প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ হল জ্যেষ্ঠ ও উপজীব্য। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ হতে পারেনা বলে প্রত্যক্ষ সকল প্রমাণের জন্য জ্যেষ্ঠ। আবার প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য প্রমাণের অপেক্ষিতধর্মী প্রভৃতির জ্ঞান হতে পারে না বলে প্রত্যক্ষ উপজীব্য। এজন্য প্রথমেই প্রত্যক্ষ নিরুপনীয়। তাই পরিভাষাকার ধর্মরাজ বললেন - 'তত্র প্রত্যক্ষ প্রমায়াঃ করণং প্রত্যক্ষ প্রমাণম্'। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমার করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই প্রত্যক্ষ প্রমাকে না জানলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কে? তা জানা যাবে না। তাই প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রমা কি, বলতে হবে। প্রত্যক্ষ প্রমা বলতে গিয়ে ধর্মরাজ বলেছেন–

"প্রত্যক্ষপ্রমা চাত্র – চৈতন্যমেব।"[৩]

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমা চৈতন্যই। চৈতন্যই প্রত্যক্ষ প্রমা। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ আছে –

"যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাদ্ ব্রক্ষ' অর্থাৎ যা সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ তাই ব্রক্ষ।"[৪]

প্রত্যক্ষের প্রযোজক বিচার : প্রত্যক্ষের প্রযোজক বিষয়ে ন্যায় ও অদ্বৈতবেদান্তের মতবাদকে বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়াস করা হবে। অদ্বৈতবেদান্তীরা অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করেন না। আর মন যদি ইন্দ্রিয় না হয় তাহলে 'অহং সুখী', 'অহং দুঃখী' প্রভৃতি অনুভবে প্রত্যক্ষত্ব উপপাদন করা যাবে না। কারণ ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানকেই দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে থাকেন। মন ইন্দ্রিয় না হওয়ায় ঐ সমস্ত জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানও বলা যাবে না। বস্তুতঃপক্ষে এ জন্য অদ্বৈত বেদান্তীরা ইন্দ্রিয়জন্যত্বকে প্রত্যক্ষের লক্ষণই বলেন না। কারণ, ইন্দ্রিয়জন্যত্ব প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক হলে অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হবে। যেহেতু আত্ম-মনঃ সংযোগ সমস্ত জ্ঞানের সাধারণ কারণ। এখন মন যদি ইন্দ্রিয় হল তাহলে অনুমিত্যাদি পরোক্ষ জ্ঞানের ইন্দ্রিয় জন্যত্ব রূপ প্রত্যক্ষ ক্ষণে অতিব্যাপ্তি হবে।

এখন নৈয়ায়িক বলবেন, ইন্দ্রিয়জন্যত্ব প্রযোজক না হলেও ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্যত্ব প্রযোজক হতে পারে। তাঁদের মতে, কোন ইন্দ্রিয়ের থেকে যখন কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন ইন্দ্রিয়ত্ব ধর্ম পুরুষাকারই ইন্দ্রিয়টি ঐ জ্ঞানের করণ হয়ে থাকে। অপরপক্ষে অনুমিত্যাদি পরোক্ষজ্ঞান স্থলে যখন অন্তঃকরণ কারণ হয় তখন অন্তঃকরণত্ব ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন রূপেই সে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে থাকে। সুতরাং 'ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্যত্ব'কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ বলা হলে অনুমিত্যাদি পরোক্ষ জ্ঞান স্থলে প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হবে না। অদ্বৈতবেদান্তীরা পুনরায় উক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি দিয়েছেন, সেটি হল -

"ঈশ্বরজ্ঞানস্যানিন্দ্রিয়-জন্যতয়া সাক্ষাত্ত্বানাপত্তেশ্চ"[৫]

অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানও ইন্দ্রিয় জন্যত্ব না হওয়ায় আর ইন্দ্রিয় জন্যত্ব প্রত্যক্ষতে প্রযোজক বলে স্বীকার করায় ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যাবে না। যদি ইন্দ্রিয় জন্যত্বকে প্রত্যক্ষতের প্রযোজক স্বীকার করা হয়। তাহলে ঈশ্বরের জ্ঞান ইন্দ্রিয় জন্য নয়। কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান (ন্যায় মতে) নিত্য হওয়ায় ঐ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়জন্যত্ব বা ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্নেন্দ্রিয়জন্যত্ব কোনটি থাকতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্যত্বও প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক নয়। এখন আবারও আপত্তি উঠছে -

"সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষত্ব-প্রযোজকং কিমিতি চেৎ?"[৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইন্দ্রিয় জন্যত্ব প্রত্যক্ষতে প্রযোজক যদি স্বীকার না কর তাহলে প্রত্যক্ষতে কীরূপ প্রযোজক স্বীকার কর? ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র এখানে প্রত্যক্ষতে দুই ধরনের প্রযোজক দিয়েছেন। তিনি জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক ও বিষয়গত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক এই দুই ধরনের প্রত্যক্ষতে প্রযোজক স্বীকার করেছেন। জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রয়োজকটি হল -

"আদ্যে, প্রমাণ-চৈতন্যস্য বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাভেদ ইতি ব্রুমঃ।"[৭]

অর্থাৎ, প্রমাণ চৈতন্যের সঙ্গে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ।

"তথাহি ত্রিবিধং চৈতন্যং বিষয়-চৈতন্যং প্রমাণচৈতন্যং প্রমাতৃ-চৈতন্যঞ্চেতি।"[৮]

অর্থাৎ চৈতন্য তিন প্রকার— বিষয় চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য ও প্রমাতৃ চৈতন্য। এই রকম তিন প্রকার চৈতন্যের কথা কেন বলা হয়েছে, কারণ চৈতন্য তো এক এবং অদ্বিতীয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হয়েছে- 'একমেব অদ্বিতীয়ম'। অর্থাৎ, চৈতন্য এক এবং অদ্বিতীয়। চৈতন্য যদি এক এবং অদ্বিতীয় হয় তাহলে প্রমাণ চৈতন্য ও বিষয় চৈতন্য এই রকম বলার কিরূপ অর্থ হতে পারে। সম্ভবত, সেই আশঙ্কা করেই ধর্মরাজ বললেন, যদিও চৈতন্য এক এবং অদ্বিতীয়, উপাধি ভেদে চৈতন্যের ভেদ স্বীকার করা হয়। সেই উপাধি ভেদে ত্রিবিধ চৈতন্যের কথা বললেন। যথা –

প্রমাণ চৈতন্য : অন্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বলা হয় প্রমাণ চৈতন্য।
বিষয় চৈতন্য : বিষয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বলা হয় বিষয় চৈতন্য।
প্রমাতৃ চৈতন্য : অন্তঃকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বলা হয় প্রমাতৃ চৈতন্য বা জীব চৈতন্য।

উপাধি কথাটি ভারতীয় দর্শনে অনেক রকমভাবে ব্যবহার করা হয়। উপাধি কথাটি ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে সাধ্যের ব্যাপক এবং সাধনের অব্যাপক অর্থে। এখানে এই অর্থে উপাধি কথাটি ব্যবহার করা হয়নি। প্রমাণ চৈতন্যের উপাধি হল অন্তঃকরণ বৃত্তি। বিষয় চৈতন্যের উপাধি হল বিষয় এবং প্রমাতৃ চৈতন্যের উপাধি হল অন্তঃকরণ।

এখন প্রশ্ন হবে অন্তঃকরণ বৃত্তি কাকে বলা হয়? অন্তঃকরণ বৃত্তি বলতে গিয়ে একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে ধর্মরাজ বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। উপমাটি হল —

"তত্র যথা তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কূল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি। তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত্য ঘটাদি-বিষয়-দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে।"[৯]

অর্থাৎ জলাশয় থেকে জল ছিদ্র পথে নির্গত হয়ে নালা দিয়ে জমিতে প্রবেশ করে জমির চতুষ্কোণ ইত্যাদি আকার ধারণ করে। একই রকমভাবে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ হলে তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সন্নিকর্ষ হলে তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বার পথে গিয়ে বিষয় দেশে যায় গিয়ে বিষয়াকার ধারণ করে। অন্তঃকরণের এই যে বিষয় আকার পরিণাম তাকে বলা হয় বিষয়াকার অন্তঃকরণ বৃত্তি। সুতরাং উপাধি ভেদে চৈতন্যের ভেদ স্বীকার করা হয়। চৈতন্য এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু উপাধি অনুযায়ী চৈতন্যের ভেদ স্বীকার করা হয়। এখন এই জ্ঞানগত প্রত্যক্ষে বিষয়ে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ কী করে হবে তা যখন প্রমাণ চৈতন্যের সঙ্গে বিষয় চৈতন্যের অভেদ হবে। প্রমাণ চৈতন্যের সঙ্গে বিষয় চৈতন্যের অভেদ কখন হবে, যখন তাদের ভেদের কারণ হচ্ছে উপাধিগুলি। অন্তঃকরণ বৃত্তি এবং বিষয় এই উপাধি ভেদেই চৈতন্যদ্বয়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয়েছে তাই এই অভেদের প্রযোজক হচ্ছে উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব। যখন একই জায়গায় থাকবে তখনই তাদের মধ্যে অভেদ সম্ভব হবে।

"অনুমিত্যাদিস্থলে তু নান্তঃকরণস্য বহ্ন্যাদি-দেশ-গমনম্, বহ্ন্যাদেশ্চক্ষুরাদ্যসন্নিকর্ষাৎ।"[১০]

অর্থাৎ, পর্বতে ধুম দেখে যখন বহ্নির অনুমান করছি তখন ধূমের সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হচ্ছে না। সেজন্য বহ্ন্যাকার বৃত্তি উৎপন্ন হচ্ছে না। বহ্নি এবং বহ্ন্যাকার বৃত্তি একই জায়গায় অবস্থান করছে না। ফলে বহ্ন্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বহ্যাকারবৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হচ্ছে না। সেই জন্য বহ্নির অংশে এই জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ হয় না। তাই বহ্নির অনুমিতি স্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা। বহ্নির সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হওয়ায় বহ্যাকার বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। সেই জন্য বহ্নিকার বৃত্তি ও বহ্নি একই জায়গায় অবস্থান করে না। এই কারণে বহ্যাকারবৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং বহ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয় না।

এটি ঘট এই প্রত্যক্ষ স্থলে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের একটি সংগতি দেখানো হবে। এটি ঘট, এই প্রত্যক্ষ স্থলে ঘটের সঙ্গে যখন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হচ্ছে তখন তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বার পথ ঘট দেশে যায় গিয়ে ঘটাকার প্রাপ্তি হয়। অন্তঃকরণের এই যে ঘটাকার প্রাপ্তি তাকে বলা হয় ঘটাকার অন্তঃকরণ বৃত্তি। এ ঘটাকার অন্তঃকরণ বৃত্তি এবং ঘট একই জায়গায় অবস্থান করলে ঘটাকারবৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয় তখনই ঘট জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়। তাই জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক বলা হয়েছিল প্রমাণ চৈতন্যের সঙ্গে বিষয় চৈতন্যের অভেদ। আর এই প্রযোজক হল উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব। অর্থাৎ প্রমাণ চৈতন্যের অভেদ। আর এই প্রযোজক হল উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব। অর্থাৎ প্রমাণ চৈতন্যের উপাধি অন্তঃকরণ বৃত্তি এবং বিষয় চৈতন্যের উপাধি বিষয় যখন একই জায়গায় অবস্থান করে তখনই সেই উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যদ্বয়ের মধ্যে অভেদ সম্ভব হয়। এভাবে ঘটের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়, এটি ঘট এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ অনুমিতি স্থলে অতিব্যাপ্তি নয় ঘটাদি স্থলে তার জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের সংগতি।

"অতএব মঠান্তবর্ত্তি-ঘটাবচ্ছিন্নাকাশো ন মঠাবচ্ছিন্নাকাশাদ্ ভিদ্যতে।"[১১]

অর্থাৎ, এখানে মঠ বলতে একটা বড়ো ঘর। এই যে, মঠ এর অন্তবর্তীতে ঘট আছে। পরবর্তী ঘট বসানো হয়েছে। এই ঘটাকার ও মঠাকাশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটি ঘট এই প্রত্যক্ষস্থলে ঘটাকার বৃত্তির সঙ্গে ঘটের এই যে সংযোগ হয় তাই ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের এবং তদবৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয়ে যায়, সেইজন্য ঘটজ্ঞানে ঘটাকাশের প্রত্যক্ষ হয়। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলছেন— আমি সুখী এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়, যেহেতু সুখ-দুঃখ হল অন্তঃকরণের ধর্ম। সুখাকার ও দুঃখাকার অন্তঃকরণবৃত্তিও অন্তঃকরণেই থাকে। তার সুখাকার ও দুঃখাকার বৃত্তি অন্তঃকরণে থাকায় সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও দুঃখাকারবৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয়। সুখ অন্তঃকরণের ধর্ম এবং সুখাকার বৃত্তিও অন্তঃকরণের ধর্ম তাই সুখ এবং সুখাকার বৃত্তি একই অন্তঃকরণে থাকায় সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয়। তখন আমি সুখী এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

এবার আপত্তি উঠছে পূর্বে আমি সুখী ছিলাম এই অতীতকালে সুখে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা। উপাধেয়দ্বয়ের একদেশস্থত্ব হল উপধেয় চৈতন্যের অভেদের প্রযোজক। তাহলে পূর্বে আমি সুখী ছিলাম। বর্তমানে যখন সুখের স্মরণ করছি তখন অতীতের সুখে এই জ্ঞানগত প্রত্যক্ষে প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ সুখ এবং সুখের প্রতীতি অন্তঃকরণেই আছে। তাই সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং সুখাকারবৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে অতীতের সুখে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক অতিব্যাপ্তি হচ্ছে। তাই অতীত সুখের প্রত্যক্ষ হোক এই আপত্তি হয়। পূর্বে আমি সুখে ছিলাম এখন স্মরণ করছি এই সুখ এবং সুখের স্মরণাকার বৃত্তি একই অন্তঃকরণে থাকায় অতীত সুখেরও প্রত্যক্ষ হোক এই আপত্তি উঠছে। শুধু উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব উপধেয় চৈতন্যতে অভেদের প্রযোজক বললে হবে না, তাহলে এই আপত্তি উঠবে। তাই উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব এবং এককালীনত্ব হতে হবে। উপাধিগুলি একই দেশে অবস্থান করলে হবে না, উপাধিগুলিকে একইকালেও অবস্থান করতে হবে।

তাই বলা হচ্ছে- অতীত সুখের যখন স্মরণ করছি তখন সুখ ও সুখের স্মরণাকারবৃত্তি এই অন্তঃকরণে থাকায় অতীত সুখেরও প্রত্যক্ষ হোক এই আপত্তি হয়। এই আপত্তি ঠিক নয় —

"তত্র স্মর্য্যমাণ-সুখস্যাতীতত্বেন স্মৃতিরূপান্তঃকরণ-বৃত্তের্বর্ত্তমানত্বেন তত্রোপাধ্যোর্ভিন্নকালিকতয়া তদবচ্ছিন্নচৈতন্যয়োর্ভেদাৎ।"[১২]

অর্থাৎ, এই বর্তমান সুখের স্মরণ করা হচ্ছে তখন সুখের স্মরণাকারবৃত্তি এবং সুখ এই দুটো তে সুখটা অতীতকালীন এবং সুখের স্মরণাকারবৃত্তি বর্তমানকালীন। তাই সুখ এবং সুখের স্মরণাকারবৃত্তি একই অন্তঃকরণে থাকলেও একই কালে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অবস্থান করছে। সুখটা অতীতকালীন এবং সুখের স্মরণাকারবৃত্তিটি বর্তমানকালীন। তাই ভিন্ন কালে হওয়ায় সেই উপাধিদ্বয়ের অবচ্ছিন্ন চৈতন্য ভিন্নই হবে, অভিন্ন হবে না। তাহলে উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব এবং এককালীণত্ব উপধেয় চৈতন্যতে অভেদের প্রযোজক এটা যেমন বলা যায় সে রকম যদি একথা বলা হয় বিষয়ের বিশেষণ রূপে যদি বর্তমান শব্দটি দেওয়া হয় এবং আরও বলা হয় বর্তমান বিষয় এবং তদাকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব উপধেয় চৈতন্যতে অভেদের প্রযোজক তাহলেও পূর্বে আমি সুখী ছিলাম এই অতীতকালীন সুখের জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি দোষের আর কোনো আশঙ্কা থাকে না। অথবা অতীতকালীন সুখের জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি হয় না।

সুতরাং প্রত্যক্ষস্থলে অনুমিতি প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি হচ্ছে না। এখন একটা আপত্তি উঠছে কোনো ব্যক্তি অপরের কাছ থেকে একথা শোনেন যে তুমি ধার্মিক তখন তার নিজের সম্পর্কে যে জ্ঞান হয় যে 'আমি ধার্মিক' এটি হল শাব্দবোধ। এটি প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত স্থল, সুতরাং প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত স্থলে এই প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি আশঙ্কা করা হয়েছে। আমরা যে পেয়েছি বর্তমান বিষয় ও তদাকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব। এই যে উপধেয় চৈতন্যদ্বয়ের অভেদের প্রযোজক। এটি অতিব্যাপ্তি হয় ধর্মাধর্মৌ শাব্দবোধে, 'তুমি ধার্মিক' এই কথা যখন অপরের কাছ থেকে শোনার পর 'আমি ধার্মিক' এই জ্ঞান হয়। সেরকম 'তুমি অধার্মিক' এই কথা অপরের কাছ থেকে শোনার পর 'আমি অধার্মিক' এই কথার শাব্দবোধ হয়। তাই এই শাব্দবোধ বর্তমান বিষয় এবং তদাকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব। এই যে জ্ঞানগত তত্ত্বতে প্রযোজক এই প্রযোজকের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। প্রশ্ন ওঠে কিভাবে অতিব্যাপ্তি হয়? তার উত্তরে বলেছেন ধর্ম ও অধর্ম হল বর্তমান বিষয় তুমি ধার্মিক যখন বলা হচ্ছে, তার মানে এখানে ধর্মটা হচ্ছে বর্তমান বিষয়, আর ধর্ম ও অধর্ম এগুলো সবই অন্তঃকরণের ধর্ম।আবার ধর্মাকার ও অধর্মাকারবৃত্তিও অন্তঃকরণেই থাকে। বর্তমান বিষয়ে ধর্ম ও অধর্ম অন্তঃকরণে থাকায় এবং বিষয় ধর্ম ও অধর্ম বর্তমান বিষয় হবে। ধর্ম শুধু 'তুমি ধার্মিক' এটা হল- বর্তমান বিষয়ে ধর্ম এবং ধর্মাকার বৃত্তি একই অন্তঃকরণে থাকায় ধর্মাকারবৃত্তাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং ধর্মাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয়। এভাবে তুমি ধার্মিক একথা অপরের কাছ থেকে শোনার পর আমি ধার্মিক এই যে শাব্দজ্ঞান হয় তাতে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি হয়। এভাবে তুমি ধার্মিক একথা অপরের কাছ থেকে শোনার পর আমি ধার্মিক এরূপ যে শাব্দবোধ হয় সেখানে বর্তমান বিষয় এবং তদাকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব এই যে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক তার অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু সেই স্থানে ধর্মাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও তদাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য একত্ব আছে।

এরূপ আপত্তি এটা ঠিক নয়। এই আপত্তি উঠবে না যদি 'যোগ্যত্বস্যাপি বিষয়-বিশেষণত্বাৎ' অর্থাৎ বিষয়ের বিশেষণ হিসাবে 'যোগ্য' শব্দটি যোজনা করা হয়। বিষয়ের বিশেষণ হিসাবে বর্তমান বিষয় এবং তদাকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে শুধু বর্তমান বিষয় বললে হবে না, বলতে হবে যোগ্য বর্তমান বিষয় এবং তদকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব এই পদটি যদি যোজনা করা হয় তাহলে এই স্থলে আর অতিব্যাপ্তি থাকবে না। একথার তাৎপর্য হল যোগ্য প্রমাণ হচ্ছে এখানে প্রত্যক্ষযোগ্য। প্রত্যক্ষযোগ্য এমন বিষয় যদি বর্তমান হয় তাহলে সেই বিষয় এবং বিষয়াকার বৃত্তি একই জায়গায় অবস্থান করলে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি হবে না। যোগ্য বর্তমান বিষয় এবং তদাকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব এটি যদি উপধেয় চৈতন্যে অভেদের প্রযোজক বলা হয় তাহলে আর ধর্মাধর্মে শাব্দবোধের অতিব্যাপ্তি আশঙ্কা থাকবে না। তার কারণ- অন্তঃকরণের এমন ধর্ম বলা হয়েছে ধর্ম-অধর্ম, সেই রকম সুখ-দুঃখও অন্তঃকরণের ধর্ম। অন্তঃকরণের কিছু ধর্ম আছে যেগুলো প্রত্যক্ষযোগ্য, আর কিছু ধর্ম ফলবলকল্প্যঃ। এখন প্রশ্ন হবে ফলবলকল্প্য কী? ফলবলকল্প্য কথাটির অর্থ হল অনুমেয়। ধর্ম-অধর্ম অন্তঃকরণের ধর্ম, আর সুখ-দুঃখও অন্তঃকরণের ধর্ম। এই ধর্ম-অধর্মের ফল হল সুখ-দুঃখ। ধার্মিক সাধারণত সুখি হয় আর অধার্মিক সাধারণত দুঃখী হয়। তাই ধর্ম থেকে সুখ হয় এবং অধর্ম থেকে দুঃখ হয় এটা হচ্ছে ফলবলকল্প্য। ফলবলকল্প্য প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, অনুমেয়। তাই অন্তঃকরণের কিছু ধর্ম আছে যা প্রত্যক্ষযোগ্য, আর কিছু ধর্ম ফলবলকল্প্য বা অনুমেয়। তাই প্রত্যক্ষযোগ্য শব্দটি যদি দেওয়া হয় তাহলে 'তুমি ধার্মিক' একথা অপরের কাছ থেকে শোনার পর 'আমি ধার্মিক' এরূপ শাব্দবোধ হলেও এটা যোগ্য বর্তমান বিষয় এবং তদাকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব, এই যে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক সেই প্রযোজকের সংগতি থাকছে না। বিষয়ের বিশেষণ হিসাবে 'যোগ্য' এই শব্দটি যোজনা করার কথা বলা হয়েছে। তাই যোগ্য বর্তমান বিষয় ও তদাকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব এই দুটিকে যদি

জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক বলা হয় তাহলে আর 'তুমি ধার্মিক' একথা শুনে 'আমি ধার্মিক' এই যে শাব্দবোধ হচ্ছে এখানে অতিব্যাপ্তির আর কোনো আশঙ্কা থাকছে না। কেননা এই প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি হচ্ছে না, যোগ্য বর্তমান বিষয় ও তদাকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব এই প্রযোজকের আর অতিব্যাপ্তি হচ্ছে না। কারণ ধর্ম-অধর্ম প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, এটি হচ্ছে ফলবলকল্প্য বা অনুমেয়। একথা যদি স্বীকার না করা হয় তাহলে ন্যায় মতেও এরা বলছেন সুখ-দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম। নৈয়ায়িকরা বলছেন, ধর্মাধর্ম আত্মার ধর্ম। তাহলে এটি যদি স্বীকার না করা হয় তাহলে ন্যায় মত অনুযায়ী এই সুখ-দুঃখাদির অনুরূপ ধর্মাধর্মে প্রত্যক্ষতে আপত্তি হবে।

তার উত্তরে বলা হচ্ছে- তুমি দশম একথা অপরের কাছ থেকে শোনার পর আমি দশম এই যে জ্ঞান সেটাও শাব্দজ্ঞান। এক্ষেত্রে এই স্থলে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষের মধ্যে অতিব্যাপ্তি হচ্ছে না। তাহলে তুমি দশম একথা অপরের কাছ থেকে শোনার পর যে জ্ঞানটা হচ্ছে সেটা শাব্দবোধ নয়, সেটা হল অপরোক্ষ জ্ঞান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। শাব্দ থেকে শব্দ হয়ে যে পরোক্ষ জ্ঞান হয় তা নয়, শব্দ থেকে অপরোক্ষ জ্ঞানও হয়। এটা অপরোক্ষ জ্ঞান সেটি বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে- সেটি ভ্রম ছিল, দশম ব্যক্তির ভ্রম ছিল। অপরোক্ষ ভ্রম যেতে গেলে অপরোক্ষ জ্ঞান হতে হবে। তাহলে এটা বলা যায় শাব্দ থেকে যেমন পরোক্ষজ্ঞান হয় সেইরকম অপরোক্ষজ্ঞানও হয়। অদ্বৈতবেদান্তে সম্প্রদায় এই মতে বিশ্বাসী এইজন্য তাদের একটি বিশেষ মতবাদ আছে, সেই মতবাদটি হল- 'শাব্দাপরোক্ষবাদ'। তার মানে শব্দ থেকেও অপরোক্ষ জ্ঞান নয়। যেমন- দশমস্ত্বমসী।

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক-এর কথা যেমন বলছেন তেমনি বিষয়গত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের কথাও বলেছেন। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-এর মতে বিষয়গত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক হল - বিষয়ে প্রমাতৃ চৈতন্যের সত্তা থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব। ঘটাদি বিষয়ের সঙ্গে প্রমাতৃ চৈতন্যের অভেদ বা বিষয় চৈতন্য থেকে প্রমাতৃ চৈতন্যের অভেদ। বিষয় চৈতন্যে, প্রমাণ চৈতন্যর সঙ্গে প্রমাতৃ চৈতন্যের অভেদ হল বিষয়গত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক।

ইন্দ্রিয়জন্যত্বতে যদি প্রযোজক স্বীকার করা হয় তাহলে দুটি অসুবিধা হবে- অনুমিতি প্রভৃতি স্থলে প্রত্যক্ষ হোক, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ স্বীকার করা যাবে না। কারণ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ, জন্য প্রত্যক্ষ নয়। তার উত্তরে পূর্বপক্ষী বেদান্তীদের বলছেন কীরূপ প্রত্যক্ষতে প্রযোজক স্বীকার কর? ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র দুই প্রকার প্রত্যক্ষতে প্রযোজক স্বীকার করেছেন। এরপরে একটি আপত্তি উঠেছে, আপত্তিটি হল —

"ননু কথং ঘটাদেরন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন- চৈতন্যাভেদঃ"[১৩]

অর্থাৎ, 'ঘট' ইত্যাদি বিষয়াবচ্ছেদ চৈতন্যের সঙ্গে অন্তঃকরণাবচ্ছেদ চৈতন্য যে প্রমাতা, সেই প্রমাতা হল প্রমাতৃ চৈতন্যে অন্তঃকরণাবচ্ছেদ চৈতন্য। এই যে অন্তঃকরণাবচ্ছেদক চৈতন্য তাদের ভেদই হয় 'অহমিমং' অর্থাৎ আমি এটিকে দেখছি। আমি ঘটটিকে যখন দেখছি। এখানে অহম হল প্রমাতৃ চৈতন্য আর ঘট হল বিষয় চৈতন্য। আমি যখন কোনো কিছুকে দেখি তখন দুয়ের মধ্যে ভেদেরই প্রতীতি হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে যদি অভেদের কথা বলা হয় তাহলে অনুভবের সঙ্গে বিরোধ হবে। এরূপ আপত্তির উত্তরে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র–

"প্রমাত্রভেদো নাম ন তাবদৈক্যম্।"[১৪]

অর্থাৎ, এখানে প্রমাতৃ চৈতন্যের সঙ্গে বিষয় চৈতন্যের যে অভেদের কথা বলা হচ্ছে সেই অভেদের অর্থ ঐক্য নয়। কিন্তু প্রমাতৃ সত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বাভাবঃ। তার মানে প্রমাতৃ চৈতন্যের সত্তা থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব। বিষয় চৈতন্য থেকে প্রমাতৃ চৈতন্যের অভেদ। এই অভেদ কথার অর্থ হল– বিষয়ের প্রমাতৃ চৈতন্যের সত্তা থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব। যখন আমি বলছি, আমি ঘটটিকে দেখি বা দেখছি, তখন ঘটটির আমি থেকে অতিরিক্ত সত্তা থাকে না।

অদ্বৈতবেদান্তীরা বলছেন এই যে জাগতিক বস্তুগুলো সবই পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভ্রমীয় বস্তু। ঘট মানে হল ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, আর বিষয় মানে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য।

"বিষয়-চৈতন্যঞ্চ পূর্বোক্ত-প্রকারেণ প্রমাতৃচৈতন্যমেবেতি প্রমাতৃ-চৈতন্যস্যৈব ঘটাদ্যধিষ্ঠানতয়া প্রমাতৃ-সত্তৈব ঘটাদি সত্তা নান্যেতি সিদ্ধং ঘটাদেরপরোক্ষত্বম্।"[১৫]

অর্থাৎ বিষয়গত চৈতন্যের প্রযোজকের পূর্বে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে প্রমাণ চৈতন্যের সঙ্গে বিষয় চৈতন্যের অভেদটি হল জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক। এই বেদান্ত পরিভাষার উপর বেদান্ত শিখামণি টীকাতে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র -এর পুত্র রামকৃষ্ণ অধ্বরী বলেছেন শুধু প্রমাণ চৈতন্যের সঙ্গে বিষয় চৈতন্যতে অভেদ জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক নয়, প্রমাণ চৈতন্য, বিষয় চৈতন্য ও প্রমাতৃ চৈতন্য এই তিন চৈতন্যের অভেদ জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতে প্রযোজক। ঘট ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যতে অধ্যস্ত। অধ্যাসের নিয়ম অনুযায়ী ঘটটির ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব থাকে। কিন্তু আমরা জানি ঘটের অধিষ্ঠান ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য। প্রমাতৃত্ব চৈতন্য নয়। তবে রামকৃষ্ণ অধ্বরীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাতৃ চৈতন্যদ্বয়ের সঙ্গে অভিন্ন হয়। বিষয় চৈতন্য যেমন প্রমাতৃ চৈতন্যের সঙ্গে অভিন্ন সেইরকম প্রমাণ চৈতন্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়। সুতরাং বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও প্রমাতৃ চৈতন্য অভিন্ন হওয়ায় বিষয়ের অধিষ্ঠান যেমন বিষয় চৈতন্য হয় সেইরকম প্রমাতৃ চৈতন্যও হবে। আর যখন সেই বিষয়টি প্রমাতৃ চৈতন্যের অধ্যস্ত একথা বলা হবে তখন এই বিষয়টি প্রমাতৃ চৈতন্যে অতিরিক্ত সত্তা থাকবে না। এইভাবে ঘটের প্রমাতৃ চৈতন্য থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব হলে ঘটটির প্রত্যক্ষ সম্ভব হবে। ঘটের অধিষ্ঠান ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য আর ঘটের অধিষ্ঠান প্রমাতৃ চৈতন্য যদি হয় তাহলে ঘটকে প্রমাতৃ চৈতন্য থেকে অতিরিক্ত সত্তা ব্যবহার করা হবে এবং তথাপি ঘটের প্রত্যক্ষও সম্ভব হবে। যেহেতু প্রমাণ চৈতন্য সঙ্গে বিষয় চৈতন্যের অভেদ কথা পূর্বেই বলা হয়েছিল। আবার—

"অনুমিত্যাদি-স্থলেঽন্তঃকরণস্য বহ্ন্যাদি-দেশ-নির্গমনাভাবেন বহ্ন্যবিচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য প্রমাতৃ-চৈতন্যানাত্মকতয়া বহ্ন্যদি সত্তা প্রমাতৃ-সত্তাতোভিন্নেতি নাতিব্যাপ্তিঃ।"[১৬]

অর্থাৎ, মনে করা হয় পর্বতে ধুম দেখে বহ্নির অনুমান করা হচ্ছে এই স্থলে ধূমের সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হচ্ছে, ধূমাকার অন্তঃকরণ বৃত্তি উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু বহ্নির সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হচ্ছে না, বহ্ন্যাকার বৃত্তি উৎপন্ন হচ্ছে না। সেজন্য বহ্ন্যাকার বৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাণ চৈতন্যের দ্বারা বিষয় চৈতন্য অর্থাৎ বহ্ন্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং প্রমাতৃ চৈতন্য অভিন্ন হয়। বহ্নির সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হওয়ায় বহ্ন্যাকার বৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য রূপ প্রমাণ চৈতন্যের দ্বারা বহ্ন্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং প্রমাতৃ চৈতন্য অভিন্ন হয় না। বহ্ন্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয় না, প্রমাতৃ চৈতন্য অভিন্ন হয় না। ফলে বহ্নির অধিষ্ঠান বহ্ন্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য হলেও প্রমাতৃ চৈতন্য হয় না। ফলে বহ্নির বহ্ন্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব না থাকলেও প্রমাতৃ চৈতনা থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব আছে।

যেখানে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হবে না সেখানে বহ্নির সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হওয়ায় বহ্ন্যাকার বৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাণ চৈতন্যের দ্বারা বহ্ন্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং প্রমাতৃ চৈতন্য অভিন্ন হয় না। এইজন্য বহ্নির বহ্ন্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব থাকলেও প্রমাতৃ চৈতন্য থেকে অতিরিক্ত সত্তাই আছে। অতিরিক্ত সত্তার অভাব আছে একথা বলা যাবে না। তার কারণ বহ্নির সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় না। এজন্য তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বার পথে বহ্ন্যাদেশে যায় না। তাই বহ্ন্যাকারবৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য রূপ প্রমাণ চৈতন্যের দ্বারা প্রমাতৃ চৈতন্য এবং বহ্ন্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয় না। সেজন্য প্রমাতৃ চৈতন্য অণাত্মকতয়া অভিন্ন হয় না। সুতরাং বহ্নির অনুমিতি স্থলে এই বিষয়গত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু ধর্মাধর্ম অনুমিতি স্থলে অতিব্যাপ্তি দোষের আপত্তি উঠেছে। আপত্তিটি হল –

"নম্বেবমপি ধর্মাধর্মাদি-গোচরানুমিত্যাদি-স্থলে ধর্মাধর্ময়োঃ প্রত্যক্ষত্বাপত্তিঃ"[১৭]

অর্থাৎ, ধর্মাধর্ম অন্তঃকরণের ধর্ম আর ধর্মাকারবৃত্তি এবং অধর্মাকারবৃত্তি অন্তঃকরণের ধর্ম। তাই ধর্মের সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে ধর্মাকার বৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং ধর্মাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং প্রমাতৃ চৈতন্য অভিন্ন হয়। ধর্মের অনুমিতি স্থলে ধর্মের সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হলেও ধর্মাকার বৃত্তি অন্তঃকরণে থাকায় ধর্মাকার বৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন এবং প্রমাণ চৈতন্যের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বারা ধর্মাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং প্রমাতৃ চৈতন্য অভিন্ন হয়। ধর্মের অধিষ্ঠান যেমন ধর্মাবচ্ছিন্ন চৈতন্য হবে তেমনি প্রমাতৃ চৈতন্যও হবে। এভাবে ধর্মের অনুমিতিস্থলে ধর্মের প্রমাতৃ চৈতন্যের সত্তা থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব হওয়ায় বিষয়গত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু এই আপত্তি ঠিক নয়, এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বলা হচ্ছে -

"যোগ্যত্বস্যাপি বিষয়-বিশেষণত্বাৎ"[১৮]

অর্থাৎ, যোগ্যকে যদি বিষয়ের বিশেষণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে ধর্মাধর্মের অনুমিতি স্থলে এই বিষয়গত প্রত্যক্ষতে আপত্তি হবে না। এখন যোগ্যত্ব মানে হল- যোগ্য বিষয়। যোগ্য বিষয়ে প্রমাতৃ চৈতন্যের সত্তা থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব। এটা যদি বলা হয় তাহলে ধর্মাধর্ম প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, ফলবলকল্প বা অনুমেয়। যোগ্য বিষয়ে প্রমাতৃ চৈতন্যের সত্তা থেকে অতিরিক্ত সত্তার অভাব একথা বললে ধর্মাধর্মে অনুমিতি স্থলে বিষয়গত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকের অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা থাকবে না। সুতরাং বিষয়গত প্রত্যক্ষতে প্রযোজকটি নির্দোষ।

উপরোক্ত তুলনামূলক আলোচনাটিতে প্রধানত দুটি পর্যায় বর্তমান। প্রথম পর্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে ন্যায় দর্শন সম্প্রদায়ের মতে প্রত্যক্ষের স্বরূপ যেমন উপস্থাপন করা হয়েছে তেমনি অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায়ের মতে প্রত্যক্ষের স্বরূপ উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে। আলোচনাটির দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যক্ষের প্রযোজক কী হবে এ বিষয়ে দুই দর্শন সম্প্রদায়ের মতবাদ বিস্তৃত আকারে প্রর্দশন করার প্রয়াস করা হয়েছে। সর্বোপরি উভয় সম্প্রদায়ের মতবাদই গ্রহণযোগ্য। তবে আমার মতে অদ্বৈতবেদান্তের প্রত্যক্ষের প্রযোজক বিষয়ক আলোচনা ন্যায় দর্শনের মতবাদ অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য।

Reference:

১. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (গৌতম সূত্র) ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত), প্রথম খণ্ড, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ১০৪
২. গোস্বামী শ্রীনারায়ণচন্দ্র, অন্নমভট্ট বিরচিতঃ তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনা সহিতঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪১০, পৃ. ৩১৬
৩. ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, শ্রীমৎ বিরচিত বেদান্তপরিভাষা, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল অনুবাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ১৯৯৫, পৃ.৫
৪. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ - ৩/৪/১
৫. ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, শ্রীমৎ বিরচিত বেদান্ত-পরিভাষা, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পৃ. ২৬
৬. তদেব, পৃ. ২৭
৭. তদেব, পৃ. ২৮
৮. তদেব, পৃ. ২৯
৯. তদেব, পৃ. ৩১
১০. তদেব, পৃ. ৩২
১১. তদেব, পৃ. ৩৩
১২. তদেব, পৃ. ৩৫
১৩. তদেব, পৃ. ৪৮
১৪. তদেব, পৃ. ৪৯
১৫. তদেব, পৃ. ৫০
১৬. তদেব, পৃ. ৫১
১৭. তদেব, পৃ. ৫১
১৮. তদেব, পৃ. ৫২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 505
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Bibliography:

কর, শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়াচার্য (বিবৃতিসহিতা-বঙ্গানুবাদ), শ্রীকেশবমিশ্রবিরচিতা, তর্কভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২০

গোস্বামী নারায়ণচন্দ্র, অন্নমভট্ট বিরচিতঃ তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনা সহিতঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪১০

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (গৌতম সূত্র) ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত), প্রথম খণ্ড, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৬১

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, শ্রীমৎ বিরচিত বেদান্ত-পরিভাষা, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

৫. ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, শ্রীমৎ বিরচিত বেদান্তপরিভাষা, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল অনুবাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ১৯৯৫

ভট্টাচার্য্য শ্রীমোহন ও শাস্ত্রী শ্রী দীনেশচন্দ্র, ভারতীয় দর্শনকোষ, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৫৮

ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র - ভারতীয় দর্শন, তৃতীয় সংস্করণ, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০০৪

শর্মা, উমাশঙ্কর (সম্পাদক) - সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, প্রথম সংস্করণ, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০১৪

শাস্ত্রী পঞ্চানন কৃত বঙ্গানুবাদ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননঃ, ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৪

Hiriyanna, M., Outlines of Indian Philosophy, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2014